গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সামাজিক নিরাপত্তা শাখা
www.msw.gov.bd

নং- ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০২১.১৭-৩০৩

২৯ শ্রাবণ ১৪২৫
১৩ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয়ে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮ 'এর অনুমোদিত কপি এতদসাথে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ।

(শেখ রবিউল ইসলাম)
সহকারী সচিব (সানিশা)
ফোন : ৯৫৪০১৬৯
Email: sss@msw.gov.bd

বিতরণঃ

১। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবুল হাসনাত জোয়ারদার, কর্মসূচী পরিচালক, কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
২। অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদুল হাসান, পরিচালক, জাতীয় নাক ও গলা ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ওআইসি, কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সেন্টার, সিএমএইচ, ঢাকা।
৪। ডাঃ মোঃ নুরুল হক, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- **মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ**

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন)'এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ককলিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম

বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম

কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৮

১. ভূমিকা ঃ

বধিরতা বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বাংলাদেশে বধিরতার হার শতকরা নয় দশমিক ছয় ভাগ। এর মধ্যে ষোল লক্ষ মানুষ মারাত্মক ধরণের বধিরতায় ভুগছেন।

বিশ্বজুড়ে প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে দুই জন শিশু বধিরতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সে হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৬০০ শিশু বধিরতা নিয়ে জন্মায় এবং প্রায় সমসংখ্যক জনগোষ্ঠি শ্রবণশক্তি নিয়ে জন্মালেও তাদের জীবদ্দশায় কোন না কোন সময়ে বধিরে পরিণত হয়। শৈশবে এবং বাল্যকালে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা শিশুর মানসিক বিকাশ এবং মৌখিক ভাষার বিকাশকে সরাসরি বাধাগ্রস্থ করে। শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা শিশু বা ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকেও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। তাই একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীর দ্রুত শ্রবণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অতি উচ্চমাত্রার বধিরতা অথবা সম্পূর্ণ বধিরতার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেখানে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয় না-সেক্ষেত্রে এখন অন্তকর্ণের কক্লিয়ায় স্থাপনযোগ্য জৈব ইলেকট্রনিক যন্ত্র "কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট" অত্যন্ত উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অন্তকর্ণে স্থাপন করতে হয়। এই ইমপ্লান্ট শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য এক আশির্বাদ স্বরূপ এবং এই ইমপ্লান্ট গ্রহণের মাধমে এক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শ্রবণের জগতে প্রবেশ করতে পারে। ২০০৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশের হাতে গোনা তিন চার জন রোগী বিদেশে গিয়ে এই ইমপ্লান্ট সার্জারী করিয়েছেন। বাংলাদেশে বর্তমান বাজারে একটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্টের মূল্য প্রায় দশ লক্ষ থেকে আঠারো লক্ষ টাকার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও সার্জারী, হেবিলিটিশন থেরাপী ও বিবিধ খরচের জন্য গড়ে কমপক্ষে আরো হাজার পঞ্চাশেক টাকা ব্যয় হয়। তাই এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে। এছাড়াও এ প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ হতে বাংলাদেশ কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট এর টেকনোলজি পুরোমাত্রায় ট্রান্সফার হয় নাই।

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংক্রান্ত ১ম পর্যায় কর্মসূচি (২০১০-১৩)ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ডেভেলপমেন্ট অব কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ইন বিএসএমএমইউ"-নামে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩) এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর মেয়াদকালে পর্যায়ক্রমে ৫৪ (চুয়ান্ন) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করা হয়েছে। তারা এখন কানে শুনতে এবং কথা বলতে পারছে। এ পর্যায়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির ফলে দেশে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারীর অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দেশের সাধারণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এই ব্যয় বহুল কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করার সুযোগ পাচ্ছেন পাশাপাশি স্থানীয় চিকিৎসক, অডিওলজিস্ট, থেরাপিস্ট ও ইমপ্লান্ট সংশ্লিষ্ট জনবল ইমপ্লান্ট ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন।

শেখ রফিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে পত্র পত্রিকায় কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইমপ্লান্ট প্রার্থী শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়ার প্রেক্ষিতে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম কর্মসূচিতে অন্যান্য হাসপাতালে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম সম্প্রসারণ/চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী সম্পন্ন হলে দেশের দরিদ্র জনগন উপকৃত হবে। এছাড়াও দেশে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংশ্লিষ্ট জনবলকে ইমপ্লান্ট ব্যবস্থাপনায় আরো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে এবং এ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২য় পর্যায় কর্মসূচি (২০১৪-১৬)ঃ ১ম পর্যায়ের কর্মসূচির সফলতার কারণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ডেভেলপমেন্ট অব কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ইন বিএসএমএমইউ ২য় পর্যায়" গ্রহণ করে। ২য় পর্যায় মোট ৭৭ (সাতাত্তর) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে সফলভাবে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারী করা হয়।

নিয়মিত কর্মসূচি ঃ ২য় পর্যায়ের কর্মসূচির পর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম-বিএসএমএমইউ -এর মাধ্যমে পুনরায় ৭২ (বাহাত্তর) জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে সার্জারী করা ও ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

নিয়মিত কর্মসূচি (২০১৭-১৮)ঃ
এ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার পাশাপাশি জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকায় কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পাশপাশি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২. উদ্দেশ্যঃ
(ক) কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট-এর জন্য শ্রবণ প্রতিবন্ধী বাছাইকরণ;
(খ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস সরবরাহ করা;
(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইমপ্লান্ট সার্জারীর ব্যবস্থা করা;
(ঘ) চিকিৎসক, অডিওলজিস্ট ও অডিটরি ভারবাল থেরাপিস্টদেরকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ও হেবিলিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(ঙ) ইমপ্লান্ট সার্জারীর পর শব্দ বুঝতে ও কথা বলা শেখানোর ব্যবস্থা করা।

৩. কর্মসূচি বাস্তবায়নের এলাকা ঃ
এই কর্মসূচি দেশের সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বাস্তবায়নকারী হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব ইউনিটের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রদান করা হবে।

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের উৎস ও ব্যয় ঃ
এই কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ কর্মসূচির ব্যয়ের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাদ্দকৃত মোট অর্থ হতে ইউনিট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৃথকভাবে বরাদ্দ বিভাজন নির্ধারণ করবে।

৫. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ
সরকার কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬. কার্যক্রমের পরিধি ঃ

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম পরিচালনায় কারিগরি সক্ষমতা অর্জনকারী যে কোন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠান।

৭. কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস ও থেরাপী সেবা প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাছাই ঃ

যে সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধী হিয়ারিং এইড ব্যবহার করে উপকৃত হন না তাদেরকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান -এর হাসপাতালের নাক কান ও গলা বিভাগের অনধিক ০৭(সাত) সদস্যের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ক্লিনিক্যাল টিম কর্তৃক রোগীর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রার্থীতা (ক্যানডিডেসি) যাচাই করা হবে। রোগী/অভিভাবককে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দের জন্য একটি আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত একটি বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ নীতিমালার মাধ্যমে রোগীর নামে এই ডিভাইস বরাদ্দ করবেন। সকল ইমপ্লান্টকৃত রোগীদের থেরাপী (হেবিলিটেশন) প্রদান করা হবে।

৮. কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি, সমন্বয় কমিটি, কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি এবং বরাদ্দ কমিটি থাকবে।

৯ (ক) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

সকল কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইউনিট) -এর জন্যে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

কমিটির গঠনঃ

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২.	ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	- সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	কমান্ড্যান্ট, সিএমএইচ, ঢাকা	- সদস্য
৬.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় -এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার নীচে নয়)	- সদস্য
৭.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার নীচে নয়)	- সদস্য
৮.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক - জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	- সদস্য
৯.	পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি, তেজগাঁও, ঢাকা	- সদস্য
১০.	কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মসূচী পরিচালক/ইমপ্লান্ট ইউনিট প্রধান	- সদস্য
১১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কার্যক্রম)/উপসচিব (কার্যক্রম)	সদস্য সচিব

(খ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারণ।
২. পর্যালোচনা, পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরামর্শ প্রদান।
৩. বছরে নূন্যতম দুটি সভায় মিলিত হবে।

শেখ রফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ (ক) সমন্বয় কমিটিঃ

সকল কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইউনিট) -এর জন্যে একটি সমন্বয় কমিটি থাকবে।

কমিটির গঠনঃ

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম) -সভাপতি।
২. সংশ্লিষ্ট কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসূচি পরিচালক/ইমপ্লান্ট ইউনিট প্রধান -সদস্য।
৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কার্যক্রম)/উপসচিব (কার্যক্রম) -সদস্য।
৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব (সানিশা) -সদস্য সচিব।

১০ (খ) সমন্বয় কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১. কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন।
২. স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়নকারী ইউনিটকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
৩. অনুমোদনের বিষয়টি সমন্বয় করা।
৪. এ কমিটি বছরে নূন্যতম ০২টি সভায় মিলিত হবে।

১১ (ক) ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

সকল কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইউনিট) -এর জন্যে একটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি থাকবে।

কমিটির গঠনঃ

১. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান - সভাপতি
২. স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত দুই জন প্রতিনিধি - সদস্য
৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়) - সদস্য
৪. অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) - সদস্য
৫. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব/সিভিল সার্জনের নীচে নয়) - সদস্য
৬. সমাজসেবা অধিপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালকের নীচে নয়) - সদস্য
৭. কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ইউনিট প্রধান/কর্মসূচি পরিচালক - সদস্য সচিব

১১ (খ) কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির পরিধি ঃ

১. কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. কক্লিয়ার ডিভাইস সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম সার্বিক তদারকী ও মূল্যায়ন।

১২ (ক) কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ কমিটিঃ

১১ (ক) এ বর্ণিত কমিটি কর্তৃক গঠিত একটি ৫-৭ সদস্যের একটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ কমিটি থাকবে। কমিটিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি থাকবে।

ঢাকার বাইরের কার্যক্রমে সমাজসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি থাকবে। বাকি সদস্যবৃন্দের মধ্যে একজন সংশ্লিষ্ট কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বাস্তবায়নকারী অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রাখা যেতে পারে।

১২ (খ) কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ নীতিমালাঃ

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বাস্তবায়নকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি অনুমোদিত একটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ নীতিমালা থাকবে (পরিশিষ্ট-ক)।

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ (গ) ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রাপ্তির আবেদন বিজ্ঞপ্তিঃ

ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে দুটি দৈনিক সংবাদপত্র-একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি-তে প্রকাশ করতে হবে।

১৩. গ্রাহক সেবা ঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা -এর নাক কান ও গলা বিভাগে ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট গ্রহণে ইচ্ছুক শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট গ্রহীতাদের জন্য একটি অনুসন্ধান ও তথ্য ডেস্ক থাকবে। এখানে আগত সেবা গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তির নাম ও তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট টিমের কাছে নেওয়া হবে।

১৪. মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতিঃ

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে সকল মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে। মালামালগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত ক্রয় কমিটি দ্বারা ক্রয় করা হবে।

১৫. অর্থ ছাড় ঃ

এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বছরে ২ কিস্তিতে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে ছাড় করা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমতি নিয়ে সকল অর্থ ১ বারে ছাড় করা যাবে। কষ্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সরকারি প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে ব্যয় করতে হবে।

১৬. ব্যয় ঃ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ অর্থ বিভাগের অনুমোদিত বিভাজন মোতাবেক ব্যয় করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এক খাতের বরাদ্দ/উদ্বৃত্ত অর্থ অপর খাতে সমন্বয় করার প্রয়োজন হলে সরকারী বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে। বিষয়টি পরবর্তীতে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

১৭. অডিট ঃ

সি এন্ড এ জি এর মনোনীত নিরীক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা কর্মসূচির হিসাব অডিট করতে হবে।

১৮ (ক) প্রচার ঃ

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, গণমাধ্যম, অফিসিয়াল সার্কুলার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা হবে, যাতে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কার্যক্রম সমন্ধে ধারণা লাভ ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ পেতে পারেন।

১৮ (খ) তথ্য সংরক্ষণ ঃ

১. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট গ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

২. হাসপাতাল ক্লিয়ার ইমপ্লান্ট গ্রহীতাদের যে সকল থেরাপী সেবা প্রদান করা হবে, সে সকল প্রতিবন্ধীদের নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হবে।

১৯. নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালার অনুমোদন ও সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এর ক্ষমতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকবে।

.....

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট-ক

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ নীতিমালা ও পদ্ধতি-২০১৮

১. কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গঠিত কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ পত্র প্রদান করবে।

২. রোগী/অভিভাবককে ইমপ্লান্ট পাওয়ার জন্য একটি আবেদন পত্র/ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে আবেদনকারী/অভিভাবকের জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

৩. তীব্র থেকে মারাত্মক/সম্পূর্ণ বধির শিশু বা ব্যক্তি (severe to profound hearing loss/total deaf) যারা হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেও কানে শুনতে পারে না, তাদেরকে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট দেয়া যাবে। আবেদনের সাথে/ফরমে হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানের -এর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ক্লিনিক্যাল টিম কর্তৃক রোগী কক্লিয়ার ইমপ্লান্টের জন্য উপযুক্ত'-এই মর্মে প্রত্যায়ন থাকতে হবে।

৪. দরিদ্র, শিশু (বয়স অনধিক পাঁচ বছর), মহিলা, মেধাবী শিক্ষার্থী, দুঃস্থ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর সন্তান, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী (অন্যান্য) ও একাডেমিক ইন্টারেসটিং কেসসমূহ ইমপ্লান্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৫. (ক) **এই কর্মসূচির অর্থে সংগৃহীত ডিভাইসের ১০% (দশভাগ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।**

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী মেধাবী ও মেডিক্যালি ফিট শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সংযোজনের জন্য ১০% (দশ ভাগ) বিশেষ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের মাসিক আয়ের ভিত্তিতে কষ্ট (ব্যয়) শেয়ারিং করতে হবে। কোন কারণে এ কোটা পূরণ না হলে উক্ত কোটা সাধারণ কোটা হিসাবে বিবেচিত হবে। এই কর্মসূচির পূর্ণ মেয়াদকালে মোট ডিভাইসের অর্ধেক সংখ্যক ডিভাইস উপযুক্ত রোগী পাওয়া সাপেক্ষে ক-শ্রেণি ও খ-শ্রেণি আয়ভুক্ত পরিবার (সংজ্ঞা ৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত)-এ বধির শিশু বা ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হবে ।

৬. ডিভাইস বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত আবেদনকারীকে ডিভাইস মূল্যের অংশ বহন করতে/কস্ট (ব্যয়) শেয়ার করতে হবে।

৭. সংজ্ঞা ঃ **এই কর্মসূচীতে পরিবারের মাসিক আয় -**

(ক) ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ক-শ্রেণি
(খ) ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকার উপর থেকে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খ-শ্রেণি
(গ) ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার উপর থেকে ৫৫,০০০/-(পঞ্চান্ন হাজার) টাকা পর্যন্ত গ-শ্রেণি
(ঘ) ৫৫,০০০/-(পঞ্চান্ন হাজার) টাকার উপর থেকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঘ -শ্রেণি
(ঙ) ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার উপর থেকে ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পর্যন্ত ঙ-শ্রেণি
(চ) ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক চ-শ্রেণি এবং
(ছ) আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মূল বেতন মাসিক আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮. শ্রেণিভিত্তিক কস্ট শেয়ারিং এর পরিমাণ (টাকায়) ঃ

ক-শ্রেণি - ১৫,০০০/- (পনের হাজার)
খ-শ্রেণি - ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)
গ-শ্রেণি - ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)
ঘ -শ্রেণি - ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
ঙ-শ্রেণি - ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)
চ-শ্রেণি- খরচের শতভাগ (ডিভাইস মূল্য ও সেবা মূল্য)।

ডিভাইসের কস্ট শেয়ার অংশ মূল্য বরাদ্দ পত্র জারীর দশ দিনের মধ্যে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। ডিভাইসের মূল্য যথাসময়ে জমা করতে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ বাতিল হবে। কষ্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সরকারি প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে ব্যয় করতে হবে।

৯. আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনার জন্য আবেদনকারীকে ফরমে আয় সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানাতে হবে। গ-শ্রেণি, ঘ-শ্রেণি, ঙ-শ্রেণি ও চ-শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে-কে টি.আই.এন সনদের ফটোকপি প্রদান করতে হবে। আয় সংক্রান্ত তথ্য সঠিক এই মর্মে আবেদনকারীকে একটি ঘোষণা প্রদান করতে হবে। বরাদ্দ কমিটি আবেদনকারীর কাগজ-পত্র পরীক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে রোগীর আয়/আর্থিক সঙ্গতি/সার্মথ্য নির্ধারণ করবে।

১০.আবেদনকারীর সংখ্যা অত্যাধিক হলে প্রয়োজনে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ পত্র দেয়া হবে।

১১. এই কর্মসূচির মেয়াদ কালে/একটি অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে একজন আবেদনকারী/বধিরকে একটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইস দেয়া যাবে।

১২. বরাদ্দকৃত কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইসটি ইমপ্লান্ট সার্জারীর সময় রোগীর কানে স্থাপন করা হবে।

শেখ রবিউল ইসলাম
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার